মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৬০১

পর্ব-১৭: দণ্ডবিধি (كتاب الحدود)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - চোরের হাত কাটা প্রসঙ্গ

আরবী

وَعَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: «فِي السَّفر» بدل «الْغَزْو»

বাংলা

৩৬০১-[১২] বুসর ইবনু আরত্বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যুদ্ধাভিযানে থাকা অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না। (তিরমিযী, দারিমী, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী)[1] তবে আবূ দাঊদ ও নাসায়ী 'যুদ্ধের' স্থলে ''সফর'' বলেছেন (অর্থাৎ- সফর অবস্থায় চোরের হাত কাটা যাবে না)।

ফুটনোট

[1] সহীহ : তিরমিযী ১৪৫০, আবূ দাঊদ ৪৪০৮, নাসায়ী ৪৯৭৯, দারিমী ২৫৩৪, সহীহ আল জামি' ৭৩৯৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: ইমাম আওযা'ঈ বলেন, সফর হোক কিংবা জিহাদ কোনো অবস্থাতেই চোরের হাত কর্তিত হবে না। আবার কেউ বলেন, এখানে الْغَزْو। জিহাদ অর্থ হলো গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মাল বিতরণের পূর্বে ওটা চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। কেননা উক্ত মালের মধ্যে তার এক অংশ আছে যদিও ওটা অনির্দিষ্ট। আবার কেউ কেউ বলেন, হাত কাটার অধিকার রয়েছে ইমাম বা খলীফার, সেনা শাসকের নয়। কাজেই তিনি হাদ্দ কার্যকরী করতে পারেন না। আবার কেউ বলেন, শত্রুর মোকাবেলা যুদ্ধস্থলে বা শত্রুর এলাকায় ''হাদ্দ'' বা শারী'আত শাস্তি প্রয়োগ করলে ফিতনা তথা শত্রুর সাথে মিশে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই সফর কিংবা জিহাদে যে কোনো অপরাধের শাস্তি কার্যকর হবে না বরং ওটা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত মূলতবী রাখতে হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফাহ্ বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি সেই এলাকা পর্যন্ত বিসত্মৃতি হলে শাস্তি কার্যকর করা যেতে পারে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ বুসর ইবন আবূ আরতাত (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68928

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন